পার্ল অব আফ্রিকা - উগান্ডা

কোট অব আর্মস

যাত্রা শুরু হলো ঢাকা থেকে, প্রথমে দুবাই, আমিরাতসের বিমানে করে। নতুন সুপরিসর বোয়িং ৭০৭ -৩০০ বিমান। এই ফ্লাইট গুলো এক সময় বাংলাদেশের কর্মীতে ভর্তি থাকতো। আজকে বিমানের অধিকাংশ সিট ফাঁকা। প্লেন নতুন সার্ভিস উন্নত এবং যথারীতি রোবটের মত হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু পাওয়া যায়।

দুবাই এয়ারপোর্ট আর উন্নত হয়েছে। তিন নাম্বার টারমিনাল আমিরাতসের এবং এটা সবচেয়ে সুন্দর করে সাজানো।এই টারমিনালে পুরটাই ওয়াই ফাই জোনে। আমাদের কেনিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে যেতে হবে তাই এখানে থাকতে পারলাম না। পরবর্তী গন্তব্য নাইরোবি । টারমিনাল একে যেতে হবে, প্রায় ১৫ মিনিটের রাস্তা বিমান বন্দরের ভিতর দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে টারমিনালে পৌঁছা লাম।আসার পথে চলন্ত রাস্তা আছে। ডেকোরেশন আরও সুন্দর হয়েছে দুবাই এয়ারপরতের।এবার কিছু কিনতে ইচ্ছা করল না। কেনিয়ান এয়ারের গেইট দিয়ে চেক ইন করে ভিতরে বসে রইলাম।

এই বিমান ও বেশ বড় এবং ভেতরে যাত্রী ভরতি।দুবাই থেকে নাইরোবি ফ্লাইট টাইম ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট। ঢাকা থেকে দুবাই আসতে লেগেছিল ৫ ঘন্টা। স্থানীয় সময় সকাল ৬ টায় নাইরোবির জম্মু কেনিয়াত্তা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্লেন

ল্যান্ড করল।প্লেনেই রাতের খাবার দিয়ে সেহেরি খেয়ে ফেলেছি।দুবাই এয়ারপোর্টে হাঁটা বেশ কাজে লাগলো। খেতে ভালই লাগলো, পানি একটু বেশী খেলাম। রোজার নিয়ত করে ফেললাম। বাইরে তখনো সকাল হয়নি । চাঁদ তখনও তার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছিলো।

এন্টেবি বিমান বন্দরে যখন আমাদের বিমান ল্যান্ড করল তখন এন্তেবিতে সকাল হয়ে গেছে। আকাশ থেকে লেক ভিক্ট রিয়াকে অপূর্ব লাগছিল, বিমান বন্দর লেকের পাশেই। এলাকাটা উঁচু নিচু পাহাড়ি ও সমতল নিয়ে।বড় ছোট অনেক গাছ, কতগুলো ছায়ার জন্য কতোগুলো আবার ফলবান।উচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা। লাল মাটিতে রেখার মত কাঁচা রাস্তা গুলো দূর দুরান্তে চলে গেছে।পাকা রাস্তাও অনেক।সকাল বেলা এবং ছুটির দিন থাকায় রাস্তা একদম ফাকা।রাস্তার দুপাশের দৃশ্য অপূর্ব। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, বেশি গরম ও নেই, ঠাণ্ডা ও নেই। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিলাম ১০ ডলার ভাড়া, একটু জানা থাকলে ৬ ডলারেও এন্তেবি শহরে আসা যায়।

প্লেনে আসার সময় জানালার পাশে বসে নীচের দিকে তাকিয়ে আফ্রিকার ভূপ্রকৃতি দেখছিলাম। প্লেন তখন ৩৪০০০ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ছিল। নীচের সাদা মেঘের ভেলা গুলোকে আইস বারগের মত মনে হচ্ছিলো, আর আকাসের নিচে যেন একটা কাঁচের পর্দা , সেই স্বচ্ছ পর্দার মধ্যে দিয়ে মাতির ঘর বাড়ী বন বাদাড় সব দেখা যাচ্ছিলো । মেঘ গুলো কে মনে হচ্ছিল আকাশের পাহাড় । কিছুক্ষণ প্লেন নীচে নেমে আসাতে একটা বিশাল মেঘের পাহাড় দেখলাম । আজ আকাশে সব মেঘই

ছিল সাদা, বরফের শুভ্রতা নিয়ে। দেখতে দেখতে প্লেন নেমে এলো আমার জন্য নতুন এক দেশ উগান্ডার এন্টেবিতে।

উগান্ডার এরাইভাল কার্ডে লিখা আছে – পার্ল অব আফ্রিকা, উগান্ডায় স্বাগতম।মুক্তো কি অর্থে ব্যাবহার হোল জানার চেষ্টা করছি। পূর্ব আফ্রিকান কমিউনিটির দেশ এই উগান্দা।এটা ইদি আমিনের দেশ।রেইড অন এন্টেবি ছবিটি পৃথিবীর কাছে উগান্ডাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।ঢাকা থেকে যাত্রার শেষে উগান্ডার মাটিতে প্রথম বারের মত এলাম।

প্লেন যখন ল্যান্ডিঙের জন্য নামছিল তখনই পাহাড় সমতলে মিলানো সবুজে ছাওয়া, সবুজ সতেজ দেশটাকে দেখতে চমৎকার লাগছিলো । এন্টেবি এয়ারপোর্টের কাছেই লেক ভিকটোরিয়া, বিমান থেকে এর প্রায় পুরোটাই দেখা হল।

নাইরোবিতে জম্মু কেনিয়াত্তা এয়ারপোর্টে হাতে মাত্র এক ঘন্টার মত সময় ছিল। দুবাই এয়ারপোর্টের তুলনায় এতা কিছুই না । কিছুক্ষণ ডিউটি ফ্রী শপে ঘোরাঘুরি করে ভেতরে বোর্ডিং এরিয়াতে চলে এলাম। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বোর্ডিং ব্রিজ নেই,

হাল্কা বৃষ্টিতে ভিজে লাইনে দাঁড়ালাম । ডিজিটাল স্কানার দিয়ে বোর্ডিং কার্ড চেক করে বিমানের দিকে যেতে বলল। ছোট বোয়িং ৭৩৭ বিমান, যাত্রীরা সব এন্টেবি যাবে।স্থানীয় অধিবাসীদের পাশাপাশি অনেক টুরিস্টও আছে বিমানে।আফ্রিকাতে কেনিয়ান এয়ারওয়েজ বেশ জনপ্রিয় ও ভাল একটা এয়ারলাইন্স। ফ্লাইট টাইম ৫০ মিনিট । আকাশে সূর্যের অকৃপণ আলো। নীচে সাদা মেঘ ও আফ্রিকার ভূখণ্ড দেখতে দেখতে চলে এলাম আমার নতুন দেশ উগান্ডায় ।

এন্টেবি ছোট আন্তর্জাতিক এয়ার পোর্ট, অনেক বিমান এখানে উঠা নামা করে।বেশ শান্ত পরিবেশ। বিমান বন্দরের আশেপাশের এলাকা দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেল। খোলামেলা পরিবেস, মিষ্টি ঠাণ্ডা আবহাওয়া , সূর্যের অকৃপণ আলো সবুজ ঘাস, লাল মাটি , একটু দূরে ছোট ছোট পাহাড়ি এলাকা। একতালা দোতালা বাড়ি ঘর, সব যেন সাজানো । এন্ট্রি ভিসার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। দ্রুত এন্ট্রি ভিসা পেয়ে গেলাম।লাগেজ নিতে সমস্যা নেই, সুন্দর ব্যবস্থা,আমার আসল লাগেজটাই আসেনি, চেক করে জানালো পরের ফ্লাইটে নাইরোবি থেকে আসবে। ১০ ডলারে ট্যাক্সি ভাড়া করে এন্তেবি শহরে এলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সির ভাড়া ফিক্সড। এখান কার মুদ্রার নাম শিলিং। এক ডলারে ২৫৫০ শিলিং।বাসে করে কাম্পালা যেতে এক ডলার লাগে। মোটর সাইকেল বাহন হিসেবে এখানে বেশ জনপ্রিয়।সস্তায় এতে করে কাছা কাছি জায়গা গুলোতে যাওয়া যায়।

দুপুরে ১০ ডলারে ট্যাক্সি ভাড়া করলাম এন্টেবি থেকে এয়ারপোর্ট এবং ফেরত।আবার আশপাশের এলাকা দেখতে দেখতে বিমান বন্দরে এলাম। যাক লাগেজ পাওয়া গেছে। বকশিস চাইল ১০ ডলার দিলাম। মিসিং না হওয়াতে বেশ ভাল লাগলো। বিকেলে টায়ার্ড লাগছিলো , তাই ঘুমিয়ে গেলাম।রাতের আব হাওয়া হাল্কা ঠাণ্ডা। উগান্ডায় প্রথম আসার অভিজ্ঞতা ভালই লাগলো ।এখানে এন্তেবিতে কাছেই লেক ভিক্টোরিয়া, আশপাশের এলাকা ঘোরা হবে ইনশাআল্লাহ।আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম মুতেবি আলি, এন্টেবি কি টো রো ট্যাক্সি অপারেশন কোম্পানি, শহর থেকে গেলে টাকা কম লাগে।

দেশটা সত্যি সুন্দর আবহাওয়া চমৎকার ।হাল্কা শীত শীত ভাব, হাল্কা বাতাস, সবই সুন্দর। দুপুরের রোদের তাপ বেশ। বিকেল এবং সকালে তাই হাঁটা বেশ মজার। আবাসিক এলাকার রাস্তা লাল মাটির পীচঢালা না, তাই গাড়ি গেলেই ধূলা উড়ে। নাকে রুমাল দিতে হয়।

এন্টেবির নীল আকাশে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, আব হাও য়া হিমেল এর মাঝে অকৃপণ রোদের আলো ।আকাশ মেঘ মুক্ত , উচু থেকে গাড়িতে করে নিচে আসার সময় লেক ভিক টো রিয়া তে সূর্যের আলোর প্রতিফলন অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করে।দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে কি তৃপ্তি লাগে, তাই বিকেলে লেকের পাড়ে বেড়াতে বের হলাম।

লাল মাটি আর কাঁকরের রাস্তা, গাড়িগুলো ধুলো উড়িয়ে গেলে নাকে রুমাল দিতে হয়। পথ চারীর জন্য পরিবেশটা বন্ধু সুলভ না। একটু একটু করে লেকের কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, গোটা লেকের পাড়ই যেন বাক্তিগত দখলে, মাঝে মাঝে খানিকটা ফাঁকা, সেখানে বিকেলে মানুষ জন বেড়াতে যায়।পাড়টাকেই বিচ বলে। এই লেক অনেকটা সাগরেরই মত। লেকের দুরের পাড় দিগন্তে মিলে গেছে।

লেকের মধ্যে ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ আছে। ওগুলো জনহীন তবে সবুজ সতেজ। আমরা এক টা উচু পাথুরে পাড়ে এলাম। নিচে এক চিলতে বিচ, লেক ভিক্টোরিয়ার ঢেউ হালকা গর্জন করে পাড়ে আছড়ে পরছে । একা একজন একমনে মাছ ধরছে কয়েকটা বঁড়শি ফেলে। লেকের পাড়ে ছোট ছোট বিচ,পাড়ের হোটেল গুলোর দখলেই বলা চলে। সমস্যা তেমন হয়না কারণ মানুষ কম। একটু দূর থেকে ভেসে আসছে আফ্রিকান সংগীত ও বাজনার জোর আওয়াজ, বিকেল বেলা আফ্রিকান গান বাজনা আর ড্রামের শব্দ বিচ এলাকা জমিয়ে রাখে।

সূর্য হেলে যাচ্ছে পশ্চিমে, লেকে তার আভা ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে, আমরা কিছু ছবি তুললাম । এক টা বাচ্চা ছেলে এসে বলল মিঃ ফটো – তাকে সাথে নিয়ে ছবি তুলে দেখালাম । বেশ হাসি খুশি, কিছু সাহায্য চাইল, ছেলেটা লেক থেকে পানি নিয়ে

যাচ্ছি লো, এরা পানি লেক থেকে সংগ্রহ করে। লেকের স্বচ্ছ পানি স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যবহার করে। জনবসতি কম থাকায় পরিবেশ দূষণ তেমন একটা নেই।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, আমরা আস্তে আস্তে ফিরে চলছি আপন নিবাসে, রাতে বের হবার তেমন ইচ্ছা নেই। এন্টেবির পুর দিনটা সুন্দর ভাবে কেটে গেল আনন্দে।

কাম্পালার পথে

পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত উগান্ডা প্রজাতন্ত্র বিষুবরেখার উপর একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র। উগান্ডা মূলত একটি উন্নয়নশীল, দরিদ্র ও কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র উগান্ডার জনগণ ও জাতিগতভাবে বিচিত্র। ১৯শ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনের আগে এখানে অনেকগুলি শক্তিশালী রাজত্ব ছিল, যাদের মধ্যে বুগান্ডা ও বুনিয়োরো উল্লেখযোগ্য। বুগান্ডা রাজত্ব থেকে উগান্ডা নামটির উৎপত্তি হয়েছে । রাজধানী কাম্পালাসহ দেশের দক্ষিণাংশ নিয়ে এই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৯৪ সালে উগান্ডা একটি ব্রিটিশ প্রোটেক্টোরেটে পরিণত হয়। ১৯৬২ সালে এটি ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭০-এর দশকে ও ১৯৮০-র দশকের শুরুর দিকে, ইদি আমিন ও মিল্টন ওবোতের শাসনামলে দুইটি রক্তঝরানো যুদ্ধের শিকার হয়। ১৯৮৬ সালে দেশটি ইয়োওয়েরি মুসেভেনির অধীনে স্থিতিশীল হয়। মুসেভিনি উগান্ডাতে গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করেন। দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট উএরি মুসভেনি ২০১৩।

উগান্ডা পূর্ব আফ্রিকার বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এডওয়ার্ড হ্রদ, আলবার্ট হ্রদ এবং ভিক্টোরিয়া হ্রদ দেশটিকে ঘিরে রেখেছে। দেশটির ভূপ্রকৃতি বিচিত্র। এখানে রয়েছে সাভান্না তৃণভূমি, উঁচু পর্বতমালা এবং ঘন অরণ্য । উগান্ডার বেশিরভাগ এলাকা মালভূমির উপর অবস্থিত।উগান্ডা বিষুবরেখার উপর অবস্থিত হলেও উচ্চতার কারণে এখানকার জলবায়ু তুলনামূলকভাবে আরামপ্রদ।

কাম্পালা উগান্ডার রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী। দেশটি পূর্বে কেনিয়া, উত্তরে সুদান, পশ্চিমে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ-পশ্চিমে রুয়ান্ডা এবং দক্ষিণে তানজানিয়া দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণাঞ্চলের কিছু উল্লেখযোগ্য ভূমি ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীর ঘেঁষে অবস্থিত। এই অংশটিই কেনিয়া এবং তানজানিয়ার সীমান্তবর্তী ।দেশটির আয়তন ২৩৬,০৪০ বর্গ কিমি - ৯১,১৩৬ বর্গমাইল ।

পরের দিন, সারাদিন কাজকর্ম সেরে বিকেল বেলা ঘুরতে বের হলাম।ডলার বদলে উগান্ডার সিলিং করলাম। এক ডলারে ২৫৫০ উগান্ডা সিলিং। এন্টেবির শহরতলী থেকে হেঁটে কিটোরো মার্কেটের দিকে রওয়ানা হলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর রাস্তায় কুইন্স রোড লিখা। এ রাস্তাটা পীচ ঢালা । পনেরো মিনিট হেঁটে কিটোরো মার্কেটে পৌঁছে গেলাম।

এখানে সুন্দর একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। এক জায়গাতে বড় পেট্রোল পাম্প, সুভেনিরের দোকান, বাটার দোকান ইত্যাদি আছে। এই মোড় থেকে কাম্পালা গামী ট্যাক্সিগুলো ছেড়ে যায়। রাস্তা উঁচু থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে। নীচে বাজার এলাকা। দোকান পাট আমাদের দেশের মতই, মুদি দোকান, কাপড়ের দোকান ও অন্যান্য সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। চালের দাম একটু বেশি , বাংলাদেশ থেকে সব কিছুরই দাম একটু বাড়তি, তবে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় দাম রিজনেবল। দূরে পাহাড়ের উপর সাজানো প্রেসিডেন্টশিয়াল প্যালেস দেখা যায়। রাতের বেলা এটা আলোকিত থাকে তাই দেখতে ভাল লাগে। হেঁটে হেঁটে দোকান ঘুরলাম কিছুক্ষণ। উগান্ডার পতাকা কিংবা সুভেনির কিনতে চাইলাম। তেমন কিছু নেই এখানে।

একটা দোকানে প্লাস্টিকের চাবির রিং পেলাম। কিছুক্ষণ ঘুরে পার্ল সুপার মার্কেটে ঢুকলাম ।এখানে চাল, ডাল, মসল্লা, জুস, সাবান সবই পাওয়া যায় । জুস কিনলাম এক প্যাকেট। সন্ধার আগেই ফেরত চলে এলাম। কুইন্স রোড বেশ প্রশস্ত এবং এর দুপাশের বাড়িগুলো একতালা অথবা ডুপ্লেক্স এবং সুন্দর ভাবে বানা নো । ছবি তুললাম কিছু। অনেক বাসার সামনের গেইটে বাগান বিলাস তার নানা রঙের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। বিকেলে আকাশে মেঘ ছিল তবে বৃষ্টি হল না। উগান্ডার মানুষ বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছে। এই বৃষ্টি তাদের খুব দরকার।

রাতে ট্যাক্সি নিয়ে ভিক্টোরিয়া লেকের পাশে বেড়াতে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যে বীচে আর যাইনি ।বিচের সাথে লাগানো হোটেল গুলোতে মানুষজন মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্যান্ডল লাইট ডিনার করছে।প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ রাতে জ্বলজ্বল করে। এটা পাহাড়ের উপর এবং দূর থেকে দেখা যায় ।ট্যাক্সিতে করে কিছুক্ষণ ঘুরলাম, তারপর রাতের এন্টেবি দেখতে দেখতে বাসায় ফিরে আসলাম ।

পরদিন সকাল ১১ টার সময় এন্টেবি থেকে কাম্পালার পথে রওয়ানা দিলাম। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এন্তেবির কিটোরো বাজার এলাকায়।কোন বাস সার্ভিস নেই, মাইক্রো বাস চলে এন্তেবি কাম্পালা রুটে। ১৪ জন যাত্রী ভর্তি হলে ট্যাক্সি রওয়ানা হয়। ভাড়া ২৫০০ উগান্ডা সিলিং মানে এক ডলার। ট্যাক্সি রিজার্ভ করেও যাওয়া যায়, এতে প্রায় ২০ ডলার লাগে । এন্তেবি শহরের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে লোক তুলে নেয় তবে লোক ভর্তি হয়ে গেলে সরাসরি রওয়ানা হয়।

আমাদের ট্যাক্সিটাতে যাত্রী পুরো হয়নি তাই বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে যাত্রী উঠালো, এই ফাঁকে শহরটাও দেখা হয়ে গেল। লেক ভিক্টোরিয়ার পাশ ঘেঁসেই রাস্তা চলে গেছে।লেকের পাড়ে লোকজন হাঁটা হাঁটি করছে, পার্কের মত মনে হল জায়গাটা, বাচ্চারা লেকের পানিতে পা ডুবিয়ে খেলা করছে।মানুষজন অনেক কম, একটা ওয়াক ওয়ে আছে পাড় বরাবর।এলাকা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ।

শহরের দোকানপাট সাধারন মানের, বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর আছে এবং সেখানে সব জিনিষ পাওয়া যায়। দাম রিজনেবল । পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো, রাস্তার দু পাশে মাঝে মাঝে ছোট খাটো দোকানপাট আছে। মানুষ কম তাই ভিড় ও তেমন নেই।

রাস্তার পাশের ঢালেও ঘর বাড়ি, স্কুল চার্চ ও দোকানপাট আছে।রাস্তা থেকে একটু দূরের পাহাড় গুলোর ঢালে নানা রঙ করা টালির সুন্দর সুন্দর একতালা দোতালা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। এগুলো দেখতে চমৎকার লাগে।

কাম্পালা যাওয়ার পথে কাজাসি ও জানা নামের দুটো জনপদ আছে, ছোট শহরতলী সাধারন মানের সবকিছু। একতালা টিনের ঘর, টালির ঘর, আমাদের দেশের মতই দোকানপাট । মাঝে মাঝে বাজার ও হাট আছে সেখানে তাজা সবজি ফল বিক্রি হচ্ছে।কিছুদুর পরপর মেইন রোড থেকে মাটির পথ ভেতরের দিকে চলে গেছে।

এসব রাস্তা দিয়ে আশেপাশের পাহাড়ের ঢালে গড়ে উঠা এলাকা গুলোতে যাওয়া যায় । রাস্তার দুপাশে নির্মাণ কাজ চলছে। লালমাটি এবং একটু পাথুরে।মুল রাস্তা বেশ ভাল, রাস্তার মধ্যে কোন গর্ত নেই। পথে আমাদের গাড়িটা এক জায়গায় থামল। আরেকটা মাইক্রো এলো আমরা সেটাতে উঠলাম । আমাদের গাড়ি কি কারনে যেন এখন যাবে না । আবার যাত্রা শুরু, ড্রাইভার মাঝে মাঝেই জোরে চালাতে চায় তবে একটু পরপর পুলিশের গাড়ী থাকায় এরা ওভার স্পীডে চালাতে পারে না।

ট্যাক্সিতে উগান্ডার ছেলে মেথডিয়াস মুবাঙ্গিযির সাথে কথা হল। আমার পাশের যাত্রী । এন্তেবির বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি এর শেষ বর্ষের ছাত্র । ব্যাবহার বেশ ভাল, নেমে আমাদেরকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে নিয়ে এলো । নীল নদের উৎস মুখ – জিঞ্জা যাওয়ার ট্যাক্সি স্ট্যান্ড দেখিয়ে দিল।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে রাস্তা বেশ উঁচুতে উঠে গেছে।নিচে শত শত ট্যাক্সি গাদা গাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাইক্রো কে এখানে ট্যাক্সি বলে। কাম্পালা থেকে দেশের অন্যান্য শহরে এখান থেকে যাওয়া যায়।দুরপাল্লার বাস স্ট্যান্ড একটু দুরে।এসব বাসে করে কাম্পালা থেকে পাশের দেশ গুলোতে যাওয়া যায় ।

কাম্পালা শহরের অনেক দূরে থাকতেই ট্রাফিক জ্যাম শুরু । গাড়ি যেন আগাতেই চায় না । শহরের একটু দূরে একটা চার রাস্তার মোড় আছে, সেখান থেকে সোজা গেলেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।আমরা তার আগেই নেমে গেলাম, হেঁটে সামনের মেগা স্ট্যান্ডারড সুপার মার্কেট নামের একটা বড় স্টোরে কেনাকাটার জন্য ঢুকলাম।

ডিপারটমেন্টাল স্টোর বেশ বড়।সব আইটেমই এখানে পাওয়া যায় । দাম বাংলাদেশের তুলনায় একটু বেশি। একটা পাউরুটি ৮০ টাকা, ছোট নিভিয়া ক্রিম ২০০ টাকা, ৩০-৪০ টাকাতে চকলেট বার আছে । এছাড়া জুস, কোক, চাল, প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, সিরামিক, কাপড়চোপর সবই এখানে আছে। কিছু কেনা কাটা করে বাইরে আসলাম।

শহরের এই দিকটাতে বেশ ভিড় ।এখানে অনেক নতুন আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিং হচ্ছে । শহরের এই অংশে ব্যাংক, ইলেক্ট্রনিকস মার্কেট ও অন্যান্য আফিস আদালত আছে।

মোবাইল ফোন দেদার কেনা বেচা হচ্ছে। এখানে চাইনিজ টেকনো ফোন বেশ বাজার পেয়েছে। জায়গায় জায়গায় আফ্রিকান মিউজিক বাজছে। বেকার লোকজন বসে গান শুনছে। কয়েক ঘন্টা ঘোরাফেরা করে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এলাম। যাত্রী ভর্তি হলেই ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়। আমরা আসার কিছু পরেই তা ছেড়ে দিল।

ফেরার পথে রাস্তায় তেমন জ্যাম নেই, দ্রুত এন্টেবিতে চলে এলাম ।